রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ২৪, ১৯৯৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়

কল্যাণ শাখা

রিজলিউশন (Resolution)

তারিখ, ৯ই শ্রাবণ ১৪০৪ বাং/২৪শে জুলাই ১৯৯৭ ইং

এস, আর, ও নং ১৮২-আইন/৯৭—যেহেতু অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী-গণের বিভিন্ন কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে;

এবং যেহেতু সরকার মনে করে যে প্রশাসনকে আরও গতিশীল, দক্ষ ও যুগোপযোগী করার জন্য উক্ত কর্মচারীগণকে তাহাদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের দেশে ও বিদেশে চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা আবশ্যক;

এবং যেহেতু উক্ত কল্যাণমূলক কর্মসূচী পরিচালনার জন্য একটি তহবিল গঠন করা এবং উহার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি ব্যবস্থাপনা কমিটিও স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু উপরি-উক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে সরকার নিম্নরূপ রিজলিউশন প্রণয়ন করিল :—

১। প্রয়োগ ও প্রবর্তন।—(১) এই রিজলিউশন সকল কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই রিজলিউশন ..... বাংলা মোতাবেক ..... ইংরেজী তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

মূল্য : টাকা ৩.০০

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে এই রিজলিউশনে :—

(ক) "কমিটি" অর্থ অনুচ্ছেদ ৪ এর অধীন গঠিত দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল কমিটি;

(খ) "কর্মচারী" অর্থ অসামরিক কর্মে নিয়োজিত যে কোন সরকারী কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(গ) "জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ" অর্থ হৃদরোগ, কিডনি-ব্যাধি, হেপাটাইটিস, ডায়াবেটিস-মেলিটাস, পক্ষাঘাত, ক্যান্সার, বক্ষব্যাধি, কৃত্রিম অংগপ্রত্যংগ সংযোজন সংক্রান্ত রোগ ও দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে আহত হওয়া এবং স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ড কর্তৃক জটিল ও ব্যয়বহুল রোগ বলিয়া চিহ্নিত অন্য কোন রোগও এই সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) "তহবিল" অর্থ অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন গঠিত দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল;

(ঙ) "নির্ধারিত ফরম" অর্থ এই রিজলিউশনের সহিত সংযোজিত ফরম;

(চ) "বোর্ড" অর্থ অনুচ্ছেদ ৫ এর অধীন গঠিত স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ড;

(ছ) "সদস্য-সচিব" অর্থ কমিটির সদস্য-সচিব; এবং

(জ) "সভাপতি" অর্থ কমিটির সভাপতি।

৩। **তহবিল গঠন।**—(১) এই রিজলিউশনের অধীন দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণকে তাহাদের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মঞ্জুরীর অর্থ সমন্বয়ে দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল নামে একটি তহবিল গঠিত হইবে।

(২) এই তহবিলের অর্থ দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যয় করা হইবে।

৪। **তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি।**—(১) তহবিলের ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে, যথা :—

(ক) সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয় .. সভাপতি (পদাধিকারবলে)

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একজন প্রতিনিধি .. সদস্য
(ন্যূনতম অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)

(গ) অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি .. সদস্য
(ন্যূনতম অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদা সম্পন্ন)

(ঘ) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের একজন .. সদস্য
প্রতিনিধি (ন্যূনতম অতিরিক্ত সচিব
পদমর্যাদা সম্পন্ন)

(ঙ) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় .. সদস্য (পদাধিকারবলে)

(চ) পরিচালক, সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর .. সদস্য-সচিব ও তহবিলের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা (পদাধিকারবলে)

(২) সদস্য-সচিব, সভাপতির পরামর্শক্রমে, সভার স্থান, তারিখ, সময় ও কর্মসূচী উল্লেখপূর্বক, লিখিত নোটিশ দ্বারা কমিটির সভা আহবান করিবেন :

তবে শর্ত থাকে যে, এক সভা হইতে পরবর্তী সভার বিরতি একশত বিশ দিনের অতিরিক্ত হইবে না।

(৩) কমিটির ক্ষমতা ও কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) এই রিজলিউশনের বিধান অনুসারে তহবিলের যথাযথ ব্যবহার, উহার নিয়ন্ত্রণ এবং অনুচ্ছেদ ৮(৪) এর বিধান সাপেক্ষে বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দকরণ;

(খ) অনুচ্ছেদ ৬ এর বিধান অনুযায়ী তহবিলের অর্থ বিনিয়োগ এবং এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(গ) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাগ্রহণ;

(ঘ) প্রতি আর্থিক বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী মাসে তহবিলের আয়, ব্যয় ও অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে সরকারের নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন;

(ঙ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে সকল আনুষংগিক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৪) তহবিলের আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন, যথা :—

(ক) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব পালন;

(খ) এই রিজলিউশনের অধীন প্রদেয় আর্থিক সহায়তার বরাদ্দকৃত অর্থ কমিটির আদেশ অনুসারে যথাশীঘ্র পরিশোধ;

(গ) অনুচ্ছেদ ৯ এর অধীন কার্যাবলী সম্পাদন।

(৫) তহবিলের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ মহা হিসাব নিরীক্ষকের দপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষিত হইবে।

৫। স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ড।—কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের যথার্থতা নিরূপণ, তদ্‌বাবদ চিকিৎসার সম্ভাব্য স্থান ও সম্ভাব্য খরচ নির্ধারণপূর্বক এতদবিষয়ে কমিটির নিকট সুপারিশ প্রদানের উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ সমন্বয়ে একটি স্থায়ী মেডিক্যাল বোর্ড থাকিবে, যথা :—

(ক) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর .. সভাপতি (পদাধিকারবলে)

(খ) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত দুইজন খ্যাতনামা চিকিৎসক .. সদস্য

(গ) মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত রোগের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের (রোগী ভিত্তিক) একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ... কো-অপ্টকৃত সদস্য

৬। **তহবিলের অর্থ জমা, বিনিয়োগ ইত্যাদি।**—(১) তহবিলের অর্থ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোন রাষ্ট্রায়ত্ত তফসিলী ব্যাংকে তহবিলের হিসাবে জমা করা হইবে।

(২) তহবিলের ব্যাংক হিসাব সভাপতি বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে মনোনীত সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তরের একজন কর্মকর্তা এবং সদস্য-সচিবের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হইবে।

(৩) কমিটি, সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে, তহবিলের অর্থ এইরূপে বিনিয়োগ করিতে পারিবে যাহাতে উক্ত বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য সর্বাপেক্ষা অধিক আয় হইতে পারে এবং এতদুদ্দেশ্যে কমিটি তহবিলের সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থ কোন রাষ্ট্রায়ত্ত তফসিলি ব্যাংকের স্থায়ী আমানতে বা সঞ্চয়ী হিসাবে রাখিতে বা কোন লাভজনক সরকারী সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

৭। **তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা পাইবার আবেদন।**—তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তা পাইবার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে নির্ধারিত ফরম যথাযথভাবে পূরণ করিয়া উহাতে উল্লিখিত কাগজপত্রসহ তাহার মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর বা কার্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সভাপতির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

৮। **তহবিল হইতে অর্থ বরাদ্দ।**—(১) অনুচ্ছেদ ৭ এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর সভাপতির নির্দেশক্রমে সদস্য-সচিব উহা বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর বোর্ড অনতিবিলম্বে উহা বোর্ডের সভায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া সংশ্লিষ্ট জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের যথাযথতা নিরূপণ, তৎবাবদ চিকিৎসার সম্ভাব্য স্থান ও খরচ নির্ধারণপূর্বক তদবিষয়ে কমিটির নিকট সুপারিশ প্রেরণ করিবে।

(৩) বোর্ডের সুপারিশ অনুসারে কমিটি তহবিল হইতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বরাবর আর্থিক সহায়তার অর্থ বরাদ্দ মঞ্জুর করিবে।

(৪) দেশে ও বিদেশে প্রতিটি জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসার জন্য একজন কর্মচারীকে তহবিল হইতে এক বা একাধিকবারের সাকুল্যে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা যাইবে।

৯। **তহবিল হইতে আর্থিক সহায়তার অর্থ পরিশোধ।**—রিজলিউশনের অধীনে আর্থিক সহায়তার অর্থ যথাশীঘ্র সম্ভব উহার প্রাপকের নিকট যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে, প্রাপক কর্তৃক এতদসংক্রান্ত ভিন্নরূপ লিখিত আবেদনপত্র না থাকিলে, ক্রসড চেক প্রেরণপূর্বক পরিশোধ করা হইবে।

১০। এই রিজলিউশন সরকারী গেজেটে প্রকাশ করা হউক।

ফরম

[অনুচ্ছেদ ২(ঙ) ও ৭ দ্রষ্টব্য]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
সরকারী কর্মচারী কল্যাণ পরিদপ্তর
১ম—১২ তলা সরকারী অফিস ভবন
সেগুন বাগিচা, ঢাকা

অসামরিক কর্মে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের জন্য দেশে বিদেশে চিকিৎসার সাহায্য সংক্রান্ত আবেদন পত্র

(এই ফরমের প্রতিটি কলাম অবশ্যই পূরণ করিতে হইবে। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে)

অংশ-ক

(আবেদনকারী পূরণ করিবেন)

১। কর্মচারীর নাম (স্পষ্ট অক্ষরে) :

২। কর্মকর্তা/কর্মচারীর পদবী :

৩। যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয়ে কর্মরত উহার নাম ও পূর্ণ ঠিকানা :

৪। বেতন (ক) বেতন স্কেল :

(খ) বর্তমান মূল বেতন :

৫। আবাসিক/ডাক ঠিকানা :

৬। পরিবারের সদস্য সংখ্যা : (ক) স্ত্রী/স্বামী ..... (খ) সন্তান ...

৭। চিকিৎসার জন্য সম্ভাব্য খরচ : টাকা ..... কথায় .....

৮। কল্যাণ তহবিল, পরিদপ্তর, অন্য কোন তহবিল বা সংস্থা হইতে ইতঃপূর্বে কোন চিকিৎসা সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকিলে উহার—

(ক) পরিমাণ : টাকা.....

(খ) তারিখ ও স্মারক নং :

(গ) প্রদানকারী সংস্থার নাম :

আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে, উল্লেখিত তথ্যসমূহ সম্পূর্ণ সত্য।

.....

তারিখ : ..... কর্মচারীর স্বাক্ষর

অংশ-খ

(হাসপাতাল অথবা চিকিৎসক কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম.....
আমার চিকিৎসাধীন আছেন। তিনি.....রোগে
ভুগিতেছেন। এই রোগের চিকিৎসার জন্য আনুমানিক টাকা.....
খরচ হইবে। এই জটিল রোগের জন্য দেশে/বিদেশে চিকিৎসার প্রয়োজন।

চিকিৎসক/হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর
তারিখ ও সীলমোহর
টেলিফোন *

অংশ-গ

(আবেদনকারীর দপ্তর কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

স্মারক নং.....

তারিখ: .....

প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, জনাব/বেগম.....এই মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/পরিদপ্তর/কার্যালয়ে.....পদে চাকুরী করেন এবং তিনি..... শ্রেণীর কর্মচারী/কর্মকর্তা।

আমি আরও প্রত্যয়ন করিতেছি যে, তিনি বেসামরিক রাজস্ব খাত হইতে বেতন গ্রহণ করেন ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার প্রদত্ত বিবরণ সত্য। তিনি নিজের চিকিৎসার জন্য আবেদন করিয়াছেন।

দপ্তর প্রধান/ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্বাক্ষর
পদবী ও সীলমোহর:
কার্যালয়ের ঠিকানা:
টেলিফোন:

(অফিসের সীলমোহর)

প্রাপক : সভাপতি

দেশে ও বিদেশে কর্মচারীগণের জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য তহবিল
ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
মোহাম্মদ জাবু হাফিজ
উপ-সচিব (স ও ক)।

দেওয়ান দেলওয়ার হোসেন, (অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রক), (উপ-নিয়ন্ত্রকের দায়িত্বে নিয়োজিত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা, কর্তৃক মুদ্রিত
মোঃ সিকান্দার আলী মন্ডল, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।